এই সময়

ক থা স রি ৎ

আমার ধারণা নেই আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে বা এই সব শেষ হলে কী হবে। এই মুহূর্তে শুধু জানি যে মানুষ অসুস্থ ও তাদের চিকিৎসা দরকার।

— আলবেয়র কাম্যু

ঘরে বাইরে

দেশ এই মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের গন্ডি ছড়িয়ে পৌঁছেছে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লিতে। অন্যান্য রাজ্যেও বিক্ষোভের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে, তার তুলনামূলক মাত্রা কম হলেও। উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রতিবাদ মূলত তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায়। অন্যত্র প্রতিবাদের মূলে মুসলমান সমাজের প্রতি বৈষম্য এবং সংবিধানে যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নথিভুক্ত, তা লঙ্ঘনের অভিযোগ। দেশের অভ্যন্তরে এই বিক্ষোভের স্রোত মোদী সরকার কী ভাবে সামলায়, সেটি ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত শিরঃপীড়া বৈদেশিক ক্ষেত্রে। এবং তার কারণ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। উদাহরণ একাধিক। বাংলাদেশের দুই মন্ত্রী তাঁদের ভারত সফরের অব্যবহিত পূর্বে তা বাতিল করেছেন। যেহেতু আইনে যে তিনটি দেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ, অতএব তাদের অস্বস্তি অমূলক নয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিরিখে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ভারতের নিকটতম। সেই সৌহার্দ্যের সম্পর্কে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কালো ছায়া পতনের সম্ভাবনা।

অস্বস্তি শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখেই নয়। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-র সফর পিছিয়ে দিতে হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংস্থা বিবৃতি দিয়েছে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 'মূলগত ভাবে বৈষম্যমূলক'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম এবং হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটি আইনটির সমালোচনা করেছে। মোদী সরকারের বিদেশনীতি তাদের অন্যতম সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু জাতীয় নাগরিকপঞ্জি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং কাশ্মীরে দীর্ঘকাল যাবৎ কড়া বাধানিষেধ জারি রাখার দরুণ সেই ভাবমূর্তি মলিন থেকে মলিনতর। যদি মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বৈষম্যের অভিযোগে ভারতকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রমাগত কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, যে অভিযোগ এত দিন পাকিস্তান বা চিনের বিরুদ্ধেই সাধারণত উঠে এসেছে, তা প্রকৃতই দুর্ভাগ্যজনক। নাগরিকত্বের বিষয়টি নিয়ে অস্থিরতা যদি বজায় থাকে, তার নঞর্থক প্রভাব পড়তে পারে বিদেশি লগ্নির উপরও। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনটি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। ভেবে দরকার, এটির দারুণ আখেরে আদৌ কোনও লাভ হচ্ছে কি না।

প্রতিবাদ

চিনের শিবিরে আটক উইঘুর মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে সম্প্রতি জার্মান ফুটবল খেলোয়াড় মেসুট ওজিল একটি টুইট করেছেন, এবং খবরে প্রকাশ, তা নিয়েই চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ওজিল সে টুইটের মাধ্যমে আঙুল তুলেছেন চিনের দিকে এবং অভিযোগ করেছেন যে চিন উইঘুরদের জোর করে আটক করে রেখে তাঁদের ধর্ম ও অস্তিত্বকেই সমূলে শেষ করতে উদ্যত। ফলে প্রতিবাদের ঝড়। ওজিল-এর জার্সি, ছবি ইত্যাদি যেমন পোড়ানো হয়েছে, তেমনই তাঁর ক্লাব আর্সেনালের ইপিএল খেলার সরাসরি সম্প্রচারও চিনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশিত ভাবেই

শ্রীলঙ্কার নিপীড়িত তামিল হিন্দু কিংবা মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের জন্য ভারতের দরজা খোলা নেই

ধর্মনিরপেক্ষতা ছেড়ে অতঃপর রাষ্ট্রধর্মের পথে?

এহ বাহ্য। দেশজুড়ে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু হয়ে গেলে সবাইকে প্রমাণ করতে হবে তাদের পূর্বপুরুষ কোথা থেকে এবং কেন এসেছিলেন। লিখছেন

মইদুল ইসলাম

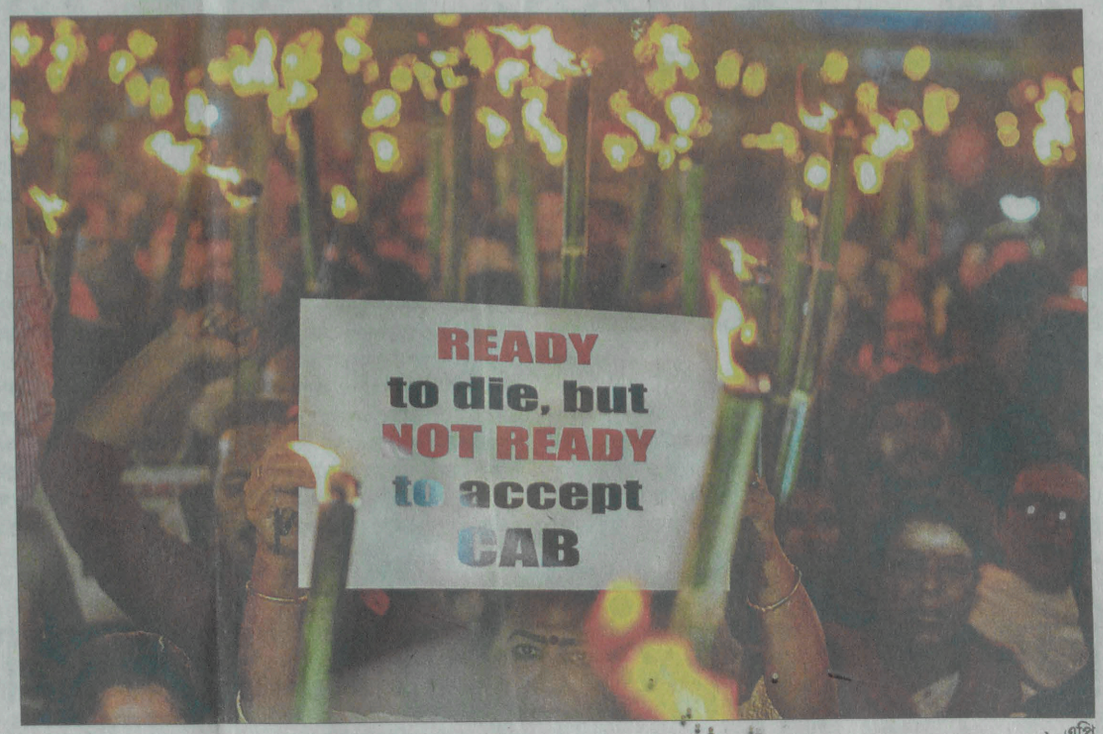

এপি

৯-১১ ডিসেম্বর, ২০১৯। সংসদের দুই রুক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল। বিলটি এখন আইনে পরিণত হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ আসলে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করবে। বর্তমান আইনটি বলছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে আসা যে কোনও ব্যক্তি যদি হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি অথবা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হন এবং সেই ব্যক্তি যদি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের আগে ভারতে পদার্পণ করে থাকেন, তা হলে ভারতীয় আইন অনুযায়ী তাঁকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা হবে না। উপরন্তু তাঁরা যে সময় থেকে ভারতে ঢুকেছেন, সেই সময় থেকে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে যদি তাঁরা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের আগে ভারতে এসে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিরা পুরাতন আইন অনুযায়ী এগারো বছর ভারতে বসবাস করার পরে ভারতীয় নাগরিক হতে পারতেন। এখন এই নতুন আইন অনুসারে তাঁরা মাত্র পাঁচ বছর ভারতে থাকার পরই ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন। ৮ই জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে লোকসভায় একটি নাগরিক সংশোধনী বিল পাশ হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় রাজ্যসভায় সেই বিলটি পাশ না করানোর ফলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। পুরাতন বিলটির সঙ্গে এগারো মাস পরে সংসদে যে বিলটি পাশ হল, তার মধ্যে দু'টি বড় পার্থক্য আছে। এক, পুরাতন বিলে ছয় বছর ভারতে থাকার পরে নাগরিকত্বের আবেদনের কথা বলা ছিল। এ ক্ষেত্রে তা কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে এই আইনটি অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এমন সব জায়গা যেখানে যেতে হলে ইনার লাইন পারমিট নিতে হয় বেঙ্গল ইস্টার্ন রেগুলেশন অ্যাক্ট (১৮৭৩) অনুযায়ী, সেখানে বলবৎ হবে না।

সংসদে দাঁড়িয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যারা বেআইনি অভিবাসী (খুড়ি শাসক দলের ভাষায় তারা এখন শরণার্থী), তাদের নাকি কোনও কাগজ লাগবে না। এমনকী রেশন কার্ড না থাকলেও চলবে। তা হলে কী ভাবে শনাক্ত করা হবে যে তারা উক্ত ছয় ধর্মের কোনও একটিতে বিশ্বাসী? কোনও নাস্তিক বা যারা কোনও ধর্মই মানে না (এমন সংখ্যা ২০১১ ভারতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী ২৯ লক্ষের বেশি), বাহাই, ইহুদি অথবা মুসলমান যদি দাবি করে যে তারা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-র আগে ভারতে এসেছে এবং তারা উক্ত ছয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে কী ভাবে শনাক্ত করা হবে যে তারা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার আসল এবং যোগ্য দাবিদার না ভুয়ো/নকল দাবিদার? মুখ দেখে, মুখনিঃসৃত বাণী শুনে না শারীরিক পরীক্ষা করে? আচ্ছা ডিএনএ করে কি আজকাল ধর্ম জানা যায়?

আইনে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো যথা চিন, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, মালদ্বীপ, নেপাল এবং ভুটানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যার ফলে শ্রীলঙ্কার তামিল হিন্দু (যাদের এমনিতেই বৌদ্ধ ধর্মের এক আগ্রাসী চেহারা, চোখরাঙানি ও দাপাদাপির দরুণ হিন্দু থাকা প্রায় দায়), মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান, চিনের উইঘুর মুসলিম, পাকিস্তানের শিয়া এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, বাংলাদেশের নাস্তিক বা মুসলমান ব্লগার কেউ ভারতীয় নাগরিক হবার উপযোগী নয়। ওই মানুষগুলোর উপর তাদের ধর্মীয় পরিচয় বা কোনও ধর্মীয় পরিচয় না থাকার কারণে যে অত্যাচার, উৎপীড়ন এমনকী প্রাণহানি হয়, তাদের জন্য আমাদের দেশের কোনও দ্বার খোলা নেই। মার্কিনি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত এক সংস্থা এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইনসভার নিম্নকক্ষের বিদেশ সংক্রান্ত কমিটি বিবৃতি দিয়েছে যে এই আইন ভুল পথে চালিত এবং তা ভারতের ধর্মীয় বহুত্ববাদের পরিপন্থী। কিন্তু তাতে কী? বিদেশিদের কথায় কর্ণপাত করতে আছে নাকি! আমরা 'অতিথি দেবো ভবঃ' জপ করতে করতে 'মেরা ভারত মহান' স্লোগান তুলব। কেউ যদি আমাদের টিটকিরি দিয়ে বলে যে আমরা বৈষম্যমূলক আচরণ করেছি তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার তাল করব। চিনাদের তো আমরা পাশে পেয়েই যাব। শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমারের সমর্থন পাব। কারণ তারা যেমন তাদের সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার করে আমরাও সেই রকম অত্যাচার করে থাকি।

উপরন্তু চিন, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমারের উৎপীড়িত সংখ্যালঘুদের আমরা জায়গা না দিয়ে তাদের দেশের সরকারের হাতেই তুলে দেবার নিয়ম করেছি এই আইনের ফাঁকফোকর এবং গেরোর মাধ্যমে। শুধু পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানকে কাছে পাব কিনা জানি না। পাওয়া তো উচিত যদি দেশের বিজ্ঞ কূটনীতিকরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগনিস্তান সরকারকে বোঝাতে পারেন যে আসলে তাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাদের দেশেও সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত আর আমাদের দেশেও। তার পর দক্ষিণ এশিয়ার সরকারি আঁতেলদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সভা করে, কিছু সেমিনার-সিম্পোসিয়াম করে দক্ষিণ এশিয়ার

> সংসদে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যারা বেআইনি অভিবাসী, তাদের নাকি কোনও কাগজ লাগবে না। এমনকী রেশন কার্ড না থাকলেও চলবে। তা হলে কী ভাবে শনাক্ত করা হবে যে তারা উক্ত ছয় ধর্মের কোনও একটিতে বিশ্বাসী?

অন্য দিকে জমির সঙ্গে যুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। যেহেতু অনেকেই শূদ্র বর্ণ থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, তাই বাঙালি মুসলিম সমাজের অধিকাংশ এখন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, হিন্দু সম্প্রদায়ের শূদ্র জাতের মতো। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের আপাতত কিছু হবে না। কিন্তু এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মধ্যে ধর্মকে যেহেতু নাগরিকত্বের ভিত্তি হিসেবে ধরা হল (যদিও সংবিধানের ৫ থেকে ১১ নম্বর ধারার কোথাও কখনও ধর্মের নাম উচ্চারণ করা হয়নি) তাই বাঙালি মুসলিম ভারতের সমস্ত প্রদেশের মুসলিমদের মতো আজ আইনগত ভাবেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে গেল ঠিক যেমন আমাদের দেশে নাস্তিক, বাহাই, ইহুদি, তামিল হিন্দুরা হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এর পর যখন সারা দেশে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি চালু হবে, তখন এক দিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙালদের চিন্তা বাড়বে কারণ তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা কোন সময় ভারতে এসেছিল এবং কেন এসেছিল। ঘটিদের সে ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রমাণ করতে হবে যে তাদের চোদ্দপুরুষ বর্তমান ভারতের কোথাও একটা থেকে এসেছিলেন। মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা দাবি করতেই পারে যে তাদের চোদ্দ পিড়ির কবর খুঁড়ে ডিএনএ টেস্ট করে দেখা হোক যে তারা সত্যি সত্যি এই দেশেই জন্মেছেন কিনা। শুধু কাগজপত্র দেখলে হবে যখন ডিএনএর মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে! জনপ্রিয় বাংলা ছবিতে যদি নেতাজি কত দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তা নিয়ে ডিএনএ পরীক্ষার দাবি করা হয়, তা হলে সাধারণ মানুষ যাদের স্বাধীনতার জন্য নেতাজি লড়েছিলেন এবং যে সাধারণ মানুষের তিনি নেতাজি, তাদের ডিএনএ পরীক্ষা কেন করা হবে না?

মন্ত্রীসান্ত্রীরা আবার বলছেন যে মুসলিম প্রতিবেশী দেশগুলোকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে কারণ ভারত তো ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল আর আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে যেহেতু ইসলাম হল রাষ্ট্রীয় ধর্ম, তাই মুসলমানরা কেন আমাদের দেশে আসবে? আর এলেও তাদের আমরা নেব কেন? ভাবখানা এমন যে যেহেতু মুসলিম পড়শি দেশগুলোয় রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম, তাই ভারতেও এবার একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়া উচিত এবং তা অবশ্যই হিন্দুধর্ম হতে হবে। সেই যুক্তিতে তো নেপাল ২০০৮ সাল পর্যন্ত একটি হিন্দু রাষ্ট্র ছিল এবং নেপালে রাজতন্ত্র ছিল। তা হলে মুসলিম-প্রধান দেশের রাষ্ট্র-ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের হীনমন্যতাকে জগৎসভায় উজাড় করার আগে এক ধাপে হিন্দু রাষ্ট্র গঠন ও গণতন্ত্র চুকিয়ে দিয়ে রাজতন্ত্র কায়েম করলেই হয়। সে ক্ষেত্রে সংবিধানের চোদ্দ এবং পনেরো নম্বর ধারা সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকলেও চলবে। এবং নেপালের রাজতন্ত্রের অনুকরণ করে অন্তত একটি সনাতন হিন্দু রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে খানিকটা খাঁটি হিন্দুর মতো কাজ হয়। খামখা মুসলমানদের নকল করা আর কেন বাপু?

সংখ্যালঘুদের কী দুরবস্থা, সেই নিয়ে গালগল্প করে কিছু দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। দক্ষিণ এশিয়ার সরকারি আঁতেলদের এই আন্তর্জাতিক সভায় আসার জন্য সরকারি আমন্ত্রণ, এলাহি অবস্থায় ক'দিন থাকার জন্য নিমন্ত্রণ এবং ভিসা — বিজ্ঞ কূটনীতিকরা ব্যবস্থা করে দেবেন। ব্যস! ল্যাঠা চুকে গেল। পাবলিক কিছু দিন অশান্ত কিংবা শান্ত প্রতিবাদ করবে। তার পর অনেক ইস্যুগুলোর মতো এই ইস্যু নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না।

গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এক লেপ-কম্বল বিক্রেতা, এক নিম্নবর্ণের হিন্দু আক্ষেপ করে বলছেন যে তিনি নাকি ৩৩ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। তাঁর কাছে ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে। তাঁর ছেলে ডাক্তারি পড়ছে। তা হলে তিনি তো ভারতের নাগরিক। আবার নতুন করে কী ভাবে তিনি ভারতের নাগরিক হবেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে দেশে এনআরসি হলে কী হবে, তাঁর পূর্বপুরুষরা তো কেউ এ দেশে জন্মাননি এবং তিনিও তো এ দেশে অনেক পরে এসেছেন, লোকটি বলেন তাতে কী। তাঁকে তাড়িয়ে দিলেও তাঁর ছেলেকে তো তাড়াতে পারবে না। লোকটি কি জানেন যে তাঁর ছেলেরও একই দশা হবে এনআরসি হলে? তবুও গরিব মানুষটি আশায় বুক বাঁধে যে তাঁর ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার বাপকে দেখবে, তা যে দেশেই তাঁর পিতাকে পাঠানো হোক না কেন।

বাংলার বাঙালি মুসলমান কয়েক শতক আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইতিহাসবিদরা বলেন যে এই প্রক্রিয়া তেরো শতাব্দীর সময় থেকে শুরু হয়েছে যখন চাষা-ভুষো বাঙালি ও বিভিন্ন কারিগর, মিস্ত্রি এবং শিল্পী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম সমাজ তাই এক দিকে ঘটি, আবার

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক